প্রথম আলো

তারিখ 10 DEC 2017
পৃ. ... কলাম ...

দুই শ্রেণিকক্ষের এই ভাড়া ভবনে চলে রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান ● প্রথম আলো

রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

দুই শ্রেণিকক্ষের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়!

মোশতাক আহমদ ও সাধন বিকাশ চাকমা, রাঙামাটি থেকে ●

- নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই, আছে শিক্ষকস্বল্পতা
- পড়ানো হয় কম্পিউটার সায়েন্স, নেই ল্যাবরেটরি

বিদ্যালয়ের সামনে বেশ বড় মাঠ। এক পাশে উচ্চবিদ্যালয়ের ভবন, আরেক পাশে প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাঝে ছোট একতলা ভবনের একটি কক্ষের ভেতরে-বাইরে অপেক্ষায় ,একদল ছাত্রছাত্রী। দেখেই আন্দাজ করা যায়, তাঁরা বিদ্যালয়ে পড়ার বয়স পার করেছেন। জিজ্ঞাসা করতেই তাঁরা বললেন, তাঁরা ব্যবস্থাপনা বিভাগে স্নাতক (সম্মান) তৃতীয় বর্ষে পড়েন। ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করছেন।

এটা তো স্কুল, এখানে কেন—এমন প্রশ্নে একাধিক শিক্ষার্থীর জবাব, এখানেই তাঁদের ক্লাস হয়। পাশে দরজা আটকানো আরেকটি কক্ষ দেখিয়ে বললেন, সেখানে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের ক্লাস হচ্ছে। এই দুটি শ্রেণিকক্ষেই ছয়টি ব্যাচের (দুই বিভাগে তিনটি করে) শিক্ষার্থীরা ভাগাভাগি করে কোনোমতে ক্লাস করেন।

এটি রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি খণ্ডিত চিত্র। সম্প্রতি সরেজমিনে জানা গেল, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই নিজস্ব ক্যাম্পাস, নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক ও অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। ব্যবহারিকনির্ভর হলেও সিএসই বিভাগের নেই ল্যাবরেটরি। শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর চার বছর হতে চললেও পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টি অনেকটা থেমে আছে।

এমন পরিস্থিতিতে আরও সাতটি নতুন বিভাগ খোলার চেষ্টা চলছে। বিদ্যমান দুটি বিভাগে নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। ফলে সামনে সমস্যা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা।

মনজুরুল আজাদ নামে সিএসই বিভাগের এক ছাত্র বলছিলেন, তাঁরা ল্যাবের অভাবে ভালোভাবে ব্যবহারিক শিক্ষা পাচ্ছেন না। তত্ত্বীয় ক্লাসের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। সম্প্রতি ল্যাবরেটরির জন্য একটি ঘর ভাড়া নেওয়া হলেও ল্যাবরেটরি হয়নি। তাঁর কথা, এমন পরিস্থিতিতে পাস করলেও চাকরিক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হবে। এই ছাত্র জানালেন, এখানে শুরুতেই যে সেশনজটে পড়তে হয়েছে, সেটার জের এখনো চলছে। এত দিনে তাঁদের ব্যাচের তৃতীয় বর্ষ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও মাত্র তৃতীয় বর্ষে উঠেছেন তাঁরা।

উপাচার্য প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমাও এসব

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

দুই শ্রেণিকক্ষের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়!

শেষ পৃষ্ঠার পর

সমস্যার কথা স্বীকার করলেন। বললেন, তিনি শিক্ষার্থীদের সমস্যা বোঝেন। অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না। তারপরও সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাঁরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

প্রশাসনিক সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত আমলে ২০০১ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আইন হয়। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় আসার পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে অধ্যাপক প্রদানেন্দু বিকাশ চাকমাকে চার বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়। আগামী মাসেই তাঁর মেয়াদ শেষ হবে।

২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ব্যবস্থাপনা এবং সিএসই বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তির মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। রাঙামাটি শহরের তবলছড়ি এলাকায় অবস্থিত শাহ্ বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের এক কোনায় অবস্থিত বিদ্যালয়টির একটি একতলা পাকা ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ক্লাস শুরু হয় ২০১৫ সালের নভেম্বরে।

বর্তমানে দুটি বিভাগে মোট শিক্ষার্থী ২৬৪ জন। প্রতিটিতে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে প্রতিবছর ৫০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। এখন পর্যন্ত তিনটি শিক্ষাবর্ষে তিনটি ব্যাচ ভর্তি হয়েছে। সেই হিসাবে মোট শিক্ষার্থী ৩০০ জন থাকার কথা থাকলেও সমস্যার কারণে ভর্তির পরও কিছু শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে গেছেন।

পূজা বড়ুয়া নামে ব্যবস্থাপনা বিভাগের এক ছাত্রী বললেন, এমন ক্যাম্পাস নিয়ে তাঁদের মন খারাপ লাগে। তাঁদের বিভাগে তিনটি ব্যাচের জন্য মাত্র একটি শ্রেণিকক্ষ। সমস্যা তো হয়ই। তবে যে কয়জন শিক্ষক আছেন, তাঁরা আন্তরিক।

সিএসইর ছাত্র নাজমুল হাসানের কথায়, 'যেভাবে চলছে সেভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। আমরা চাই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ।'

সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী একটি ছোট শোরুম ভাড়া নিয়ে কম্পিউটার ল্যাব রুম হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা গেল, কোনো ল্যাব নেই। নাজমুল হাসান নামে এক ছাত্র বললেন, এখানে এখন ক্লাস হয়। জানতে চাইলে উপাচার্য বললেন, ল্যাবের জন্য দুবার দরপত্র দেওয়া হলেও শর্ত অনুযায়ী দরপত্র জমা হয়নি। এখন আবার দরপত্র দেওয়া হবে।

বিদ্যালয়ের আরেকটি ভবনে গিয়ে জানা গেল, এই ভবনটি ভাড়া নিয়ে এখানে ছোট দুটি কক্ষে দুটি বিভাগের আটজন শিক্ষক (প্রভাষক) বসেন। শিক্ষক বলতে এই আটজনই। তাঁরা কোনোমতে টেনেটুনে ক্লাসগুলো নেন। কিন্তু এতে তাঁদের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। আর ছোট কক্ষে চারজন বসার কারণে প্রস্তুতিতে সমস্যা হয়। ভবনের অন্য কক্ষগুলো আবাসিক কক্ষ হিসেবে ছাত্ররা থাকেন। নিচের একটি কক্ষে নামকাওয়াস্তে গ্রন্থাগার থাকলেও দেখেই বোঝা যায় এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের মতো নয়।

ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক সূচনা আখতার বললেন, ইচ্ছা থাকলেও যতটুকু করা প্রয়োজন তা তাঁরা করতে পারছেন না। শিক্ষার্থীরা সমস্যা পোহাচ্ছে।

অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্স এবং ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস।

একাধিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা বললেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সমস্যা নিজস্ব ক্যাম্পাস না থাকা। স্থানীয় কিছু কারণে নিজস্ব ক্যাম্পাস করা নিয়েও সমস্যা হচ্ছে। এখন অস্থায়ী ক্যাম্পাস হিসেবে একাডেমিক কার্যক্রম হচ্ছে তবলছড়িতে। কিন্তু অস্থায়ী প্রধান কার্যালয় সেখান থেকে ১০ কিলোমিটারের বেশি দূরে ভেদভেদী এলাকায়। এখানে উপাচার্যসহ প্রশাসনের মূল ব্যক্তিরা বসেন। ফলে ফাইল চালাচালি নিয়েও সমস্যা হয়।

উপাচার্য বললেন, সম্প্রতি ঝগড়াবিল এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জায়গা নির্ধারণ করে দলিল হস্তান্তরিত হয়েছে। তিনি আশা করছেন, নিজস্ব ক্যাম্পাসটি হয়ে গেলে সমস্যার সমাধান হবে।

কিন্তু ঝগড়াবিল এলাকায় গিয়ে জানা গেল, সেখানে ক্যাম্পাস করতে গেলে পাহাড় কাটাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে। ফলে নিজস্ব ক্যাম্পাস হতেও দীর্ঘ সময় লেগে যাওয়ার শঙ্কা আছে।

জানতে চাইলে দেশের উচ্চশিক্ষা দেখভালকারী সংস্থা ইউজিসির চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান *প্রথম আলোকে* বলেন, স্থানীয় কিছু সমস্যার কারণে সীমিতভাবে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। তবে ক্যাম্পাসের জন্য জমির দলিল হস্তান্তর হয়ে গেছে। এখন পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করা হবে। তাঁর ভাষ্য,